আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
International Women's Day 2017

'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা
বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা'

Be bold for change

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা
বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা'

এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার বাংলাদেশে উদযাপিত হচ্ছে '৮ মার্চ' আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উন্নয়নের অভিযাত্রায় নারী-পুরুষের সমতা থাকলেই কেবল একটি জাতির সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, যা বদলে দিতে পারে একটি দেশ। আর এভাবেই প্রতিটি দেশ বদলে গেলে একদিন বদলে যাবে সারা বিশ্ব।

বর্তমানে কাজে-কর্মে নারীদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতা বেড়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। বিশ্বায়নের এই সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের প্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন ও অভিনব সুযোগ সৃষ্টি হলেও নারী-পুরুষের জীবন-জীবিকা এবং আয়ের বৈষম্য এখনও দৃশ্যমান।

সারা বিশ্বে নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান এবং আমাদের বাংলাদেশেও। পুরুষের পাশাপাশি সমহারে নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলে এবং উভয় ক্ষেত্রে আয়সহ সব ধরণের সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিশ্বের চেহারা বদলাতে বাধ্য।

২০১৫ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৫ বছর মেয়াদী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি নির্ধারণ করেছেন, যেখানে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের পথে এবং এরও প্রায় এক দশক আগে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার অভিযাত্রায়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নারীর অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে ১৯৮৫ সাল থেকে। সময়ের পরিক্রমায় বেড়েছে এর ব্যাপ্তি ও কর্মপরিধি। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে

8 March – the International Women's Day is being observed this year in Bangladesh, with the following theme – 'Development journey embedded in gender equity, will alter the world, add new dimension to work'

A nation's overall and sustainable development is possible only if there is gender equity and that can bring about a change in a country. The transformation of every country through this process will eventually change the entire world.

At present, the tendency to involve female in work has increased and this has brought in new dimension in work place. The disparity in income and lifestyle is still visible between male and female despite technological advancement in this age of globalization and unprecedented opportunity crated in new frontiers of development.

As elsewhere in the world the male-female ratio of population in our country is almost equal. The global scenario is bound to change if employment opportunities are created equally both for male and female as well as ensuring equality in all respect including income.

In 2015, the world leaders have set the Sustainable Development Goals (SDGs) for the coming 15 years which also include gender equity and empowerment of women. Bangladesh has been marching forward on way to achieve the SDGs by 2030. About a decade ahead of the SDG timeline, Bangladesh is well poised to achieve the status of a middle income country by 2021.

The Local Government Engineering Department (LGED) has been implementing gender inclusive programmes since 1985. With the passage of time, the coverage and scope of women's programmes

নারীকে ক্ষমতায়ন করতে এবং জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে একটি প্রকৌশল সংস্থা হয়েও এলজিইডি বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

অনগ্রসর নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদে পরিণত করতে নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের বিভেদ দূর করতে পুরুষের সচেতনতা বাড়ানো, নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী, এলজিইডি সদর দপ্তরে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান, পৃথক টয়লেট ইত্যাদি এলজিইডি'তে নারী-বান্ধব সহায়ক কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জেন্ডার সমতা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এলজিইডি'তে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম'। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় করে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসা, জেন্ডার সচেতনতা সংক্রান্ত নতুন বিষয় উদ্ভাবন এবং এসব বিষয়ে শুদ্ধ চর্চার জন্য একটি প্লাটফরম তৈরীর উদ্দেশ্যে ২০০০ সালে এই ফোরাম গঠিত হয়।

জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তা টেকসই করতে এলজিইডি'র রয়েছে নিজস্ব জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে প্রণীত এই কৌশলপত্রের ভিত্তিতে এলজিইডি'র রয়েছে সেক্টর ভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, মেয়াদ শেষে যা সংশোধন করা হয়।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নারীরা সামিল হয়েছে। ক্রমেই বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ। একটি দেশকে উন্নত হতে হলে নারীদের অংশগ্রহণ কতটা অপরিহার্য তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ। আজ রাজনীতি, প্রশাসন,

have also expanded. Despite being an engineering institution, LGED has been playing a pivotal role for the last 30 years in the field of women's empowerment and gender equity through making women economically self-reliant.

LGED has been working relentlessly to make women economically self-reliant through creation of employment and self-employment opportunities. Its efforts have also been continuing to transform women into human resource through various training, to reduce gender discrimination through awareness raising among men and to develop women leadership.

Creation of enabling environment at the work place, day-care center at LGED headquarters, provision for separate prayer room for women, separate toilets are some of the gender sensitive examples of LGED's endeavour for gender equity.

The Gender and Development Forum has been set up at LGED to give the gender equity programme an institutional shape. This Forum was established in 2000 to create a platform to mainstream gender in LGED projects through coordination, innovate new options for gender awareness and to make best practices.

LGED has formulated its own gender equity strategy for achieving and sustaining gender equity. This strategy has been prepared in the light at the National Women's Development Policy, 2011. According to this strategy, LGED has to its credit sector-based five-year action plan. The Action Plan is revised on completion of its term.

Women are taking part world-wide in the march towards progress. The participation of women is

বিচার বিভাগ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী, ক্রীড়াঙ্গন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন – কোথায় নেই আমাদের নারীরা। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে, কলে-কারখানায় সর্বত্রই নারীর পদচারণা। আর এর ফলাফল বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তবে পথ চলতে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে অবদান রাখতে হবে আমাদের সবাইকে। তবেই অর্জিত হবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। আর এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

এলজিইডি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাথা প্রচার ও এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর এলজিইডি আয়োজন করে আসছে বিশেষ অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে। সে ধারাবাহিকতায় এবারও দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে, যার মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ, এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের প্রদর্শনী, এলজিইডি'র তিনটি সেক্টর, যথা- পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন–এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা দেয়া।

আত্মনির্ভরশীল শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান

২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৯ জন (২০১২ সালে ১৫ জন) করে মোট ৬৯ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে এ সম্মাননা দেয়া হয়েছে। এ বছরে যে নারীরা এ সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন তাদের সংক্ষিপ্ত কর্মপরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো।

steadily increasing. The indispensability of women's participation for a country's development is well exemplified by Bangladesh. Women are proudly active in all arenas - politics, administration, judiciary, culture, defense. Factories, mills, virtually all spaces are vibrant with women's participation. The outcome of this participation is continued accelerated economic development of Bangladesh. But we all have to make our share of contributions to remove the obstacles that stand on our march to the cherished goal. Only then, gender equity and even gender status will become a reality. LGED will be a proud partner of this achievement.

Observance of International Women's Day

Since 2010, LGED has been organizing every year a special ceremony on 8 March to disseminate success stories and to award the best women performers who become self-reliant through participation in various activities of LGED. In continuation of this tradition, this year also the International Women's Day is being observed through various programmes. These programme include: LGED's participation in various events organized at the district level, exhibition of Gender activities of LGED's projects at LGED headquarters and award-giving ceremony for self-reliant women in three sectors -Rural, Urban and Small scale Water Resources- of LGED.

Award-giving to Best Self-reliant Women

This award had already been given to 69 best self-reliant women during the period spanning from 2010 to 2016. Work profiles of 9 women who have been given reorganization in this year's award are given below:

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
সেক্টরভিত্তিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীদের সংক্ষিপ্ত কর্মপরিচিতি

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

RURAL SECTOR

প্রথমস্থান অধিকারী
শেফালী বেগম

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার চতুর্ভূজ গ্রামের বাসিন্দা শেফালী বেগম এলজিইডি'র কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিআরএমপি) থেকে নেতৃত্ব বিকাশ এবং প্রাণিসম্পদ ভ্যাকসিনেটরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মানসিক শক্তিকে পুঁজি করে দুর্গম হাওড় অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে হাঁস-মুরগীর টীকা দান ও গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসায় নিয়োজিত থেকে তিনি স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রাণি স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ বড়দল ইউনিয়ন পরিষদের এনজিও বিষয়ক কমিটির সদস্য। একইসঙ্গে তিনি এফআইভিডিবি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিরও একজন সদস্য। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচি-২ (এনএটিপি-২) এর সেচ্ছাসেবিকা শেফালী বেগম ব্রাক এর একজন অন্যতম স্বাস্থ্য সেবিকা। দৃষ্টিহীন স্বামীর কোনও উপার্জন না থাকলেও ৬ সদস্যের পরিবার নিয়ে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। তাঁর তিন সন্তান লেখাপড়ায় নিয়োজিত। বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল শেফালী বেগমের বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

1st Place: Shefali Begum

Shefali Begum of Sunamganj with training from CBRMP in livestock vaccination successfully worked as a livestock vaccinator and managed to create public awareness about livestock health and attain financial self-reliance with an annual income of about TK. 3 Lac.

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
বিলকিস বেগম

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বিলকিস বেগম পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজি চাষ, গরু মোটাতাজা করণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ বাড়িতে গরু পালন ও বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। স্বামীকে ৮ হাজার টাকা মূল্যের ভ্যান গাড়ি কিনে দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর মোট গরুর সংখ্যা ৫টি। বিলকিস বেগমের সন্তানরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে অধ্যায়নরত। তার সংসারে এখন সচ্ছলতা এসেছে। তার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার টাকা।

2nd Place : Bilkis Begum

Through successful application of knowledge gained from training in beef fattening and homestead gardening from RERMP-2, Bilkis Begum of Munshiganj has changed her entire family's condition. Her yearly income is about TK. 60,000.

তৃতীয়স্থান অধিকারী
সোনাভান বিবি

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সোনাভান বিবি পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাঁস-মুরগী, গরু পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে উপার্জন শুরু করেন। ইতিমধ্যে বসত-বাড়ি উন্নত ও কৃষি জমি বাড়িয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে বসবাস করছেন। তার সন্তানরা সবাই লেখাপড়া করছে। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় প্রায় দু'লক্ষ টাকা এবং মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। তিনি ২০০৮-২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা মেম্বার।

3rd Place : Sonavan Bibi

Reaping the benefits of training from RERMP in poultry, livestock rearing, a self-reliant Sonavan Bibi of Sathkhira is now an elected Member of Union Parishad. Her annual income of about TK. 2 Lac.

প্রথমস্থান অধিকারী
আনোয়ারা বেগম

কক্সবাজার পৌরসভার হালিমা পাড়া এলাকার আনোয়ারা বেগম প্রয়াত মকছুদ আহমেদের স্ত্রী। জীবদ্দশায় স্বামীকে রিং, স্লাব, পাইপ ইত্যাদি স্যানিটারি সামগ্রী তৈরীতে সহায়তা করতে করতে একদিন নিজেই দক্ষ শ্রমিক হয়ে ওঠেন আনোয়ারা। স্বামীর মৃত্যুর পর এলজিইডি'র দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রাথমিক দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন আনোয়ারা বেগম। দলীয় সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এবং নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেই একটি স্যানিটারি সামগ্রীর কারখানা চালু করেন। বর্তমানে তার কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ১০জন। তাঁর মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা। বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা এবং মোট মূলধন ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। স্যানিটারি কারখানার পাশাপাশি তিনি আরও দুটো ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। নিজের ৪ সন্তানসহ পরিবারের ৫ সদস্যের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়াসহ ৭ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন এই নারী। আনোয়ারার প্রত্যাশা সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে আরও সম্পৃক্ত রাখা।

1st Place: Anwara Begum

Following husband's death, Anwara Begum of Cox's Bazar became a member of Micro Credit group under UGIIP -2. With training as an entrepreneur, she set up a workshop for sanitary products investing micro-credit. Besides, she is running two small enterprises securing financial solvency for her family.

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
হালিমা খাতুন

হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভার ইসলামপুর এলাকার একজন বাসিন্দা। তাঁর স্বামী আব্দুস সালাম দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় নিজেই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মুদি দোকান, মুরগী ও বাঁশের ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। ৩ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানোসহ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করছেন, সেইসঙ্গে সঞ্চয়ও করছেন। তাঁর মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা। বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা এবং মোট মূলধন ৭ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়ে হালিমা খাতুনের ভাগ্যে পরিবর্তন এসেছে। হালিমা খাতুনের প্রত্যাশা সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

2nd Place: Halima Khatun

Empowered by training from UGIIP -2, Halima Khatun of Cox's Bazar Pourashava has succeeded in changing the lot of her family – now earning annually TK. 6 Lac from grocery, poultry and bamboo trading.

তৃতীয়স্থান অধিকারী
ইসলাম খাতুন

ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভার সিকদার পাড়া এলাকার প্রয়াত হারুনুর রশিদ এর স্ত্রী। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই এলাকার বেকার নারীদের নিজ ব্যবসায় সম্পৃক্ত করে তাঁদেরকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি নিজের পরিবারের অবস্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম খাতুনের মাসিক আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। বিনিয়োগের পরিমান ১ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ইসলাম খাতুন ৪ সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানোসহ পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ এবং সঞ্চয়ও করছেন। ইসলাম খাতুনের প্রত্যাশা এলাকার নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে সহযোগিতা করা।

3rd Place : Islam Khatun

Islam Khatun–a trainee on tailoring from UGIIP -3- now earns monthly TK. 15,000 on a sustainable basis.

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

প্রথমস্থান অধিকারী
রতিবালা দাস

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দাসপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রতিবালা দাস। এসএসসি পাশ রতিবালার মানসিক রোগগ্রস্ত স্বামী জয়নন্দ দাস হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় সংসারে নেমে আসে অন্ধকার। এ অবস্থায় রতিবালা ২০১৪ সালে এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন (হিলিপ) প্রকল্পের আওতায় ১৫ দিন ব্যাপী প্যারাভেট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্যারাভেট কর্মী হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির টীকা ও প্রাথমিক চিকিৎসা করে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা আয় করেন। রতিবালা বর্তমানে একজন সফল পশু চিকিৎসার মাঠকর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। জমানো প্রায় ৭০ হাজার টাকায় একটি মুরগির খামার, একটি সেলাই মেশিন ও একটি গরু ক্রয় এবং ৫০ শতাংশ জমি বর্গা চাষ করছেন। নারীর অধিকার বিষয়ে রতিবালা এখন অন্য নারীদের কাছে একটি উদাহরণ।

WATER SECTOR

1st Place : Ratibala Das

Undeterred by disappearance of sick husband, SSC-qualified Rotibala of Kishoreganj took her livelihood as a paravet worker with help from HILIP. Now, a successful livestock field worker, earns monthly TK. 5000 and is also a poultry farm owner, a share cropper and a cattle owner.

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
রিক্তা খাতুন রিতা

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার মূল পোগলা গ্রামের রিক্তা খাতুনের স্বামী পেশায় দিনমজুর। সংসারে চরম দারিদ্র্যে তার জীবন চলছিল। তিনি এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) থেকে তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা ফুটানোর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি মিনি হ্যাচারি স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন। হাঁসের ডিম বিক্রি করে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ হাজার টাকা আয় করেন। বর্তমানে তাঁর মূলধন প্রায় নয় লক্ষ টাকা। তিনি এলাকায় নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ রোধ, জেন্ডার সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। তাঁর সাফল্যে গ্রামের অন্য নারীরা উৎসাহিত হচ্ছেন।

2nd Place : Rikta Khatun Rita

Building on the training received from HILIP on duck-rearing, Rikta of Netrakona set up a mini hatchary. Her capital has now reached to around Tk. 9.00 Lac. With her extended role in gender awareness, prevention of child marriage, etc. she is now a personality to emulate.

তৃতীয়স্থান অধিকারী
পারুল বেগম

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার বজরাপাড়া গ্রামের মোঃ আজিজুল হকের স্ত্রী পারুল বেগম অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের (পিএসএসডব্লিউআরএসপি) কাশিপুর বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর একজন সদস্য। তিনি প্রকল্প থেকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে উচ্চ ফলনশীল জাতের টমেটো ও মরিচ চাষ শুরু করেন। এ থেকে তিনি ৫০ হাজার টাকা সঞ্চয় করে পরবর্তীতে জমি লিজ নিয়ে ধান চাষ করেন। ক্রমান্বয়ে প্রায় ২ বিঘা কৃষি জমি ক্রয় করেন। এছাড়া কৃষি কাজ থেকে সঞ্চিত ২ লক্ষ টাকায় গরুর ব্যবসা শুরু করে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা আয় করছেন। একইসঙ্গে তিনি নকশী কাঁথা ও গ্রামের নারীদের কাপড় সেলাই করে মাসে গড়ে ৩ হাজার টাকা আয় করছেন।

3rd Place : Parul Begum

Using input from PSSWRSP, Parul Begum of Panchagar made successful stride from vegetable cultivation to paddy cultivation now an owner of 2 bigha of land plus earns monthly TK. 10000 from cattle trading and TK. 3000 from embroidery works.

তৃতীয়স্থান অধিকারী
মাজকুরা বেগম

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মোঃ আলতাফ এর স্ত্রী মাজকুরা বেগম একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তিনি অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের বালিয়াডাঙ্গা ক্যাড পাবসসের সদস্য। সমিতি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্ষুদ্রঋণের অর্থে সেলাই মেশিন ক্রয় করে দর্জি ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন এবং সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দর্জি পেশা এবং হাঁস মুরগী ও সবজি চাষ থেকে তার বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার ওপরে। প্রতিবন্ধী মাজকুরা সমাজের একজন সফল নারী হিসেবে এলাকার বেকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কাজে সহায়তা করছেন।

3rd Place : Majkura Begum

A differently abled Majkura of Rajshahi using her training from PSSWRSP now earns annually TK. 1.00 Lac from tailoring, poultry and vegetable gardening.

Local Government Engineering Department, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Web Site : www.lged.gov.bd